WBCS MAINS 2022

BENGALI

DESCRIPTIVE

LIVE 07:00PM | 26 SEP 2022

Mahendra's
FOR MORE PRODUCTS VISIT www.mahendras.org

BENGALI DESCRIPTIVE

❑ আমাদের মধ্যে বিলাসিতা বাড়িয়াছে বলিয়া অনেকে কল্পনা করেন যে, ইহা আমাদের ধনবৃদ্ধির লক্ষণ। কিন্তু এ-কথা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, পূর্বে যে-অর্থ সাধারণের কার্যে ব্যয়িত হইত, এখন তাহা ব্যক্তিগত ভোগে ব্যয়িত হইতেছে। ইহাতে ফল হইতেছে দেশের ভোগবিলাসের স্থানগুলি সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিতেছে, শহরগুলি ফাঁপিয়া উঠিতেছে, কিন্তু পল্লীগুলিতে দারিদ্র্যের অবধি নাই। সমস্ত বাংলাদেশের পল্লীতে দেবমন্দির ভাঙিয়া পড়িতেছে, পুষ্করিণীর জল স্নান-পানের অযোগ্য হইতেছে, গ্রামগুলি জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে, এবং যে-দেশ বারো মাসে তেরো পার্বণে মুখরিত হইয়া থাকিত সে-দেশ নিরানন্দ নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। দেশের অধিকাংশ অর্থ শহরে আকৃষ্ট হইয়া, কোঠাবাড়ি, গাড়িঘোড়া, সাজসরঞ্জাম, আহারবিহারেই উড়িয়া যাইতেছে। অথচ যাঁহারা এইরূপ ভোগবিলাসে ও আড়ম্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় কেহই সুখে স্বচ্ছন্দে নাই; তাঁহাদের অনেকেরই টানাটানি, অনেকেরই ঋণ, অনেকেরই পৈতৃক সম্পত্তিকে মহাজনের দায়মুক্ত করিবার জন্য চিরজীবন নষ্ট হইতেছে—কন্যার বিবাহ দেওয়া, পুত্রকে মানুষ করিয়া তোলা, পৈতৃক কীর্তি রক্ষা করিয়া চলা, অনেকেরই পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়াছে। যে-ধন সমস্ত দেশের বিচিত্র অভাবমোচনের জন্য চারিদিকে ব্যাপ্ত হইত, সেই ধন সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইয়া যে ঐশ্বর্যের মায়া সৃজন করিতেছে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। সমস্ত শরীরকে প্রতারণা করিয়া কেবল মুখেই যদি রক্ত সঞ্চার হয়, তবে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না। *[WBCS-2019]*

দেশের প্রকৃত সমৃদ্ধি

বর্তমানে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজজীবনে ধন ও ঐশ্বর্যের অসম বণ্টনের কারণে মানুষের ব্যক্তিগত ভোগমুখীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীণ জীবনকে বঞ্চিত করে নাগরিক জীবনে কৃত্রিম সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের গ্রাম্য মানুষের জীবন দারিদ্র্য, অনাহারে, নিরানন্দময় পরিবেশে নিস্তব্ধ হয়ে আছে। অপরদিকে নাগরিক সমাজের মানুষও প্রকৃত সুখ ও শান্তির সন্ধান পায় না। গ্রাম্য জীবন বঞ্চিত করে নাগরিক সমৃদ্ধিকে দেশের প্রকৃত সমৃদ্ধি বলা যায় না।

Mahendra's
FOR MORE PRODUCTS VISIT www.mahendras.org

❑ পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসংকোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। .....ভারতবর্ষ পুলিন্দ শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।

[Clerkship-2006]

ভারতবর্ষের প্রতিভা

ভারতবর্ষের নিজস্ব প্রতিভা পরকে আপন করা। ভারতবর্ষ অসংকোচে অন্যের সামগ্রীতে আপনার আধ্যাত্মিকতা অভিব্যক্ত করেছে। ভারতবর্ষের এই বৈশিষ্ট্য সভ্যতাকে সমন্বয় সাধনের মহান আদর্শে গড়ে তুলেছে।

❑ অনেকদিন থেকেই লিখে আসছি, জীবনের নানা পর্ব্বের নানা অবস্থায় শুরু করেছি কাঁচা বয়সে—তখনও নিজেকে বুঝিনি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জ্জনীয় জিনিস ভুরি ভুরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ সমস্ত আবর্জ্জনা বাদ দিয়ে বাকী যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, —আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। আমি আবাল্য অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্যসাধনার গন্ডীকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য আমার কর্ম্মের অর্ঘ্য, আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি—তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্ব্বদেশ সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহঙ্কার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।

আমার যা কিছু অকিঞ্চিৎকর তাকে অতিক্রম করেও যদি আমার চরিত্রের অন্তরতম প্রকৃতি ও সাধনা লেখায় প্রকাশ পেয়ে থাকে, আনন্দ হয়ে থাকে, তবে তার পরিবর্তে আমি প্রীতি কামনা করি, আর কিছু নয়। এ কথা যেন জেনে যাই, অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য পেয়েছি, সেই তাঁদের কাছে যাঁরা আমার সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও জেনেছেন সমস্ত জীবন আমি কি চেয়েছি, কি পেয়েছি, কি দিয়েছি, আমার অপূর্ণ জীবন অসামাপ্ত সাধনার কি ইঙ্গিত আছে।

মর্ত্ত্যলোকের শ্রেষ্ঠদান এই প্রীতি আমি পেয়েছি এ কথা প্রণামের সঙ্গে বলি। পেয়েছি পৃথিবীর অনেক বরণীয়দের হাত থেকে—তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা নয়, আমার হৃদয় নিবেদন করে দিয়ে গেলাম। তাঁদের দক্ষিণ হাতের স্পর্শে বিরাট মানবেরই স্পর্শ লেগেছে আমার ললাটে, আমার যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা তাঁদের গ্রহণের যোগ্য হোক। *[WBCS-2015]*

প্রীতির দান

লেখকের বাল্যকালীন রচনায় অপরিণামদর্শিতার পরিচয় আছে। সেই উপাদান বিস্মৃত হলে জগতের প্রতি ভালোবাসা, মহৎকে শ্রদ্ধা, পরমপুরুষকে আত্মনিবেদনে মুক্তির কামনা লেখকের রচনায় প্রধান হয়ে উঠেছে। এই সাধনায় মহামানবকে অর্ঘ্য ও ত্যাগের নৈবেদ্য নিবেদিত হয়েছে। তিনি ধরণীর মহাতীর্থে দেশ, কাল, জাতি, ধর্মনিরপেক্ষ মানব বন্দনায় প্রবৃত্ত থেকেছেন। তাঁর রচনায় ব্যাপ্তির সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে প্রীতির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। লেখকের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে অসমাপ্ত সাধনার ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি বিশ্বের মহাপুরুষদের সান্নিধ্যে প্রীতির সহানুভূতি পেয়েছেন। তাই হৃদয়ের নিবেদনের মাধ্যমে স্রষ্টার কাছে নিজেকে সমর্পিত করেছেন।

❑ প্রভাত এসে প্রতিদিনই একটি রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়, প্রতিদিনই সে একটি চিরন্তন কথা বলে অথচ প্রতিদিন মনে হয় সেই কথাটা নতুন। আমরা চিন্তা করতে করতে কাজ করতে করতে প্রতিদিনই মনে করি। বহুকালের এই জগৎটা ক্লান্তিতে অবসন্ন, ভাবনায় ভারাক্রান্ত এবং ধুলায় মলিন হয়ে পড়েছে। এমন সময় প্রত্যুষে প্রভাত এসে পূর্ব আকাশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্মিতহাস্যে জাদুকরের মতো জগতের পর থেকে অন্ধকারের ঢাকাটি আস্তে আস্তে খুলে দেয়। আজ এই যে দিনটি দেখা দিল এ কি আজকের? এ যে কোন যুগারম্ভে জ্যোতি বাষ্পের আবরণ ছিন্ন করে যাত্রা আরম্ভ করেছিল সে কি কেউ গণনায় আনতে পারে? এই দিনের নিমেষহীন দৃষ্টির সামনে তরল পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে, কঠিন পৃথিবীতে জীবনের নাট্য আরম্ভ হয়েছে এবং সেই নাট্যের অঙ্কের পর অঙ্কে কত নতুন প্রাণী তাদের জীবনলীলা আরম্ভ করে সমাধা করে দিয়েছে, এইদিন মানুষের ইতিহাসের কত বিস্মৃত শতাব্দীকে আলোক দান করেছে এবং কোথাও বা সিন্ধুতীরে কোথাও মরু প্রান্তরে কোথাও অরণ্যচ্ছায়ায় কত বড় বড় সভ্যতার জন্ম এবং অভ্যুদয় এবং বিনাশ দেখে এসেছে। সেই অতি প্রাচীন দিনই হাস্যমুখে আজ প্রভাতে আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এ একেবারে নবীনতার মূর্তি—এ যাকে স্পর্শ করে সেইই তখনই নবীন হয়ে ওঠে।

[Forest Service]

নবীনের বার্তাবহ

প্রতিটি প্রভাত কালের নিয়মে অন্ধকারের রহস্য ছিঁড়ে প্রসন্ন আলোয় নেমে আসে। সঞ্জীবনী সুধায় জীবন সংগ্রামে লিপ্ত ধরণীর ক্লান্তি, মালিন্য, চিন্তাভাবনা মুছিয়ে তাকে চিরনবীন করে। বিশ্বের উষালগ্নে যাত্রা শুরু করে প্রতিটি প্রভাত পৃথিবীর জন্মলগ্নের সাক্ষী হয়েছে। পৃথিবীর মাটিতে জীবনের সূচনা, পৃথিবীব্যাপী মানবসভ্যতার উত্থান-পতন প্রত্যক্ষ করেছে। চিরনবীন প্রভাতের মায়াস্পর্শে সবকিছু মুহূর্তে নবীন সতেজ হয়ে ওঠে।

❑ জগৎ ও জীবনের রহস্য পরমতম সত্য। আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ও বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত শক্তির সন্ধানে মানুষ ঈশ্বরের শরণাপন্ন নয়। সৃষ্টির আদিম ক্ষণ থেকে মানুষ এক অতিলৌকিক শক্তিকে ঈশ্বরের মর্যাদায় উন্নীত করেছে। এই শক্তিকে বিশ্বনিয়ন্তা ও অবিনাশী শক্তি বলা হয়েছে। মানুষ মনে করে যে তিনিই বিশ্বস্রষ্টা। তিনি স্বয়ম্ভু, তিনি বাক্য, মন ও চক্ষুর অগোচর। মানুষ তাই ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়ায় দেবালয়ে অর্থাৎ মন্দির, মসজিদ, গীর্জা প্রভৃতি স্থানে। মানুষ ভাবে যে ঐ সমস্ত স্থানেই ঈশ্বরের বসবাস।

কিন্তু বাস্তববুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, জীবের মধ্যেই ঈশ্বরের বাস। ঈশ্বরকে পেতে মন্দির, মসজিদে যাবার প্রয়োজন নেই, জীবকে আন্তরিকতার সঙ্গে সেবা করলেই প্রকৃতভাবে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। তথাপি কিছু মানুষ আছে যারা আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণ, পূজা মন্ত্র, আরাধনা ইত্যাদির মাধ্যমে ঈশ্বর লাভে তৎপর হয়। কিন্তু জীবকে অবজ্ঞা করে, মানুষের নারায়ণকে উপেক্ষা করে কখনোই ঈশ্বরের অনুসন্ধান সার্থক হতে পারে না। যুগে যুগে বহু মনীষী জীবসেবাকেই ঈশ্বর প্রাপ্তির চরম উপায় বলে নির্দেশ করে গিয়েছেন। আর্তের সেবা, অসহায়ের উদ্ধার, পীড়িতের শুশ্রূষা, সর্বোপরি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জীবের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করাই ঈশ্বর লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। জীবের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রকাশ। অতএব জীবসেবাতেই ঈশ্বর পরিস্ফুট হয়।

প্রতিটি মানুষের উচিত অপরকে ভালোবাসা, অপরের সেবা করা। সেবাই হল ঈশ্বর সাধনার প্রধান পথ। যেদিন মানুষ জীবসেবাকেই ঈশ্বর সেবার প্রধান পথ হিসাবে বেছে নেবে সেদিন মানুষ প্রকৃত ঈশ্বরের সন্ধান পাবে।

[WBCS-2014]

জীবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা

মানুষ রহস্যময় জগৎ ও জীবনে বিশ্বসৃষ্টির মূল শক্তির সন্ধানে ঈশ্বরের আরাধনা করে না। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে অতিলৌকিক অবিনশ্বর বিশ্বনিয়ন্তাকে বিশ্বস্রষ্টা মনে করে ঈশ্বরের সাধনা করে। নিরাকার ঈশ্বরের সন্ধানে মন্দির, মসজিদ, গির্জায় আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণ করে। ঈশ্বর জীবের অন্তরাত্মায় অধিষ্ঠান করেন। জীবজগৎকে অবহেলা করে ঈশ্বরের অনুসন্ধান মূল্যহীন হয়ে যায়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আর্ত, পীড়িত, অসহায় মানুষের সেবায় ঈশ্বরের উপলব্ধি করা যায়। জীবের সেবাই ঈশ্বর সাধনার প্রকৃত পথের সন্ধান দেয়।

❑ বস্তুতঃ মানুষের মধ্যে এই যে, দুই স্তরের ইচ্ছা আছে, ইহার মধ্যে একটা প্রয়োজনের ইচ্ছা, আর একটি অপ্রয়োজনের ইচ্ছা। একটা যাহা না হইলে কিছুতেই চলে না তাহার ইচ্ছা, এবং অন্যটা যাহা না হইলে অনায়াসেই চলে তাহার ইচ্ছা। আশ্চর্য এই যে, মানুষের মনে এই দ্বিতীয় ইচ্ছাটিই এত প্রবল যে সে যখন জাগিয়া ওঠে তখন সে এই প্রথম ইচ্ছাটাকে একেবারে ছারখার করিয়া দেয়। তখন সে সুখ সুবিধা প্রয়োজনের কোন দাবিতেই একেবারে কর্ণপাত করে না। তখন সে বলে, আমি সুখ চাহিনা, আমি আরো কিছুকে চাহি, সুখ আমার সুখ নহে, আরোই আমার সুখ, তখন সে বলে ভূমৈব সুখম্।

সুখ বলিতে যাহা বুঝায় তাহার ভূমা নাই। ভূমা সুখ নহে আনন্দ। সুখের সঙ্গে আনন্দের প্রভেদ এই যে আনন্দের বিপরীতে দুঃখ নহে, সুখের বিপরীতে দুঃখ। শিব যেমন করিয়া হলাহল পান করিয়াছিলেন, আনন্দ তেমন করিয়া দুঃখকে অনায়াসেই গ্রহণ করে। এমনকি দুঃখের দ্বারাই আনন্দ আপনাকে সার্থক করে, আপনার পূর্ণতাকে উপলব্ধি করে। তাই দুঃখের তপস্যাই আনন্দের তপস্যা। *[WBCS-2014]*

দুঃখ ও আনন্দের তপস্যা

মানুষের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের সমন্বয়ে গঠিত হয়। মানুষের অপ্রয়োজনীয় ইচ্ছাশক্তি প্রবল আকার ধারণে প্রয়োজনের ইচ্ছাকে গ্রাস করে। অপ্রয়োজনের ইচ্ছা সুখ, আরামে, বিলাসের সংকীর্ণতায় সীমাবদ্ধ থাকে। সুখের বিপরীতে দুঃখ অবস্থান করে। আনন্দ দুঃখকে আকণ্ঠ পান করে পূর্ণতাকে উপলব্ধি করে। মানবজীবনে দুঃখের তপস্যায় মানবাত্মার মুক্তি ঘটে।

Mahendra's FOR MORE PRODUCTS VISIT www.mahendras.org

❑ বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব-অভ্যাসবশত সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ড বিধান করিতেন যে দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

তখন সময় আরও কঠিন ছিল। বঙ্কিম নিজে দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের প্রভাবে কত চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আপন ক্ষমতার সীমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত লোক যে এক লম্ফে লেখক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। লেখার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে অথচ লেখার উচ্চ আদর্শ তখনো দাঁড়াইয়া যায় নাই। সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্যে এক হস্ত নিবারণকার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। এক দিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতে ছিলেন আর এক দিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

সব্যসাচী বঙ্কিম

বঙ্কিম বাংলা ভাষাকে নিয়ে অভ্যাসবশত তাচ্ছিল্য করাকে অপছন্দ করতেন। তাঁর সমসাময়িক অনেক ব্যক্তি তাঁর ভাবে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের ক্ষমতার পরিধি উপেক্ষা করে লেখক হতে চেয়েছিলেন। তাঁদের সম্মুখে লেখার আদর্শ ছিল না। বঙ্কিম একহস্তে লেখনী ধারণ এবং অন্যহস্ত সমালোচনা কর্মে ব্যবহার করেছিলেন।

❑ দাসত্বের জ্বালা, অপমানের অনুভূতি যখন প্রখর হইয়া উঠে, তখন দাসত্বের বন্ধন আর সহ্য হয় না; মানুষ তখন এই বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাহার ব্যাকুলতা আরও বৃদ্ধি পায় তখনই যখন সে কোনো-না-কোনো উপায়ে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে।

আমরা যতই স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হইব ততই আমরা আনন্দের অনুভূতি পাইব। এই আনন্দের কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমরা ততই বুঝিতে পারিব যে, জীবনের একটা মহান্ অর্থ ও উদ্দেশ্য নিশ্চয় আছে। তখন আমাদের মনে বিপ্লব উপস্থিত হইবে—আমাদের চিন্তা আমাদের অনুভূতি এবং আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এই সমস্তই তখন পরিবর্তিত হইয়া নূতন মূর্তি পরিগ্রহ করিবে। তখন আমরা কেবল স্বাধীনতারই উপাসনা করিব। আমাদের মনোবৃত্তিও তখন পরিবর্তিত হইবে আমরা সেই আদর্শের অনুগামী হইব। এই ক্রমিক পরিবর্তনের অনুভূতি যে কিরূপ তাহা বর্ণনা করা যায় না। এই পরিবর্তন যখন সম্পূর্ণ হইবে, তখন আমাদের পুনর্জন্ম হইবে। *[Clerkship Exam]*

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা

মানুষের পরাধীনতার বন্ধন কঠোর হলে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় দাসত্ব সহ্য হয় না। মানুষের স্বাধীনতার ব্যাকুলতায় অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব হয়। মানুষের কর্মধারা, চিন্তা ও মনোজগতে পরিবর্তনের অনুভূতি জেগে ওঠে। তখন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় মানুষের একমাত্র উপাসনা হয়। মানবজীবনের এই বিপ্লবাত্মক অনুভূতির পরিবর্তন তাকে নবজন্ম দান করবে।

Thank
you